Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া বা আল্লাহভীতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসফাহ তাসনিম আন্নি

রোলঃ ২১৫০০২৪০

৮ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া বা আল্লাহভীতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসফাহ তাসনিম আন্নি

রোলঃ ২১৫০০২৪০

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "তাকওয়া বা আল্লাহভীতি" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসফাহ তাসনিম আন্নি, আইডিঃ ২১৫০০২৪০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " তাকওয়া বা আল্লাহভীতি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Ashfah

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

আসফাহ তাসনিম আন্নি

আইডিঃ ২১৫০০২৪০

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
লেখকের কলাম	৫
ভূমিকা	৬
তাকওয়া কি	৭
কুরআন, হাদীস ও আলেমগণের দৃষ্টিতে তাকওয়া ৪	৮
তাকওয়ার মৌলিক বিষয়	১১
তাকওয়ার স্তর	১২
তাকওয়া বা আল্লাহভীতির নিদর্শন	১৪
মুত্তাকী কারা	১৫
তাকওয়া অর্জনের গুরুত্ব	১৭
তাকওয়ার উপকারিতা	১৮
তাকওয়া বিরোধী কর্মকান্ড	১৯
তাকওয়ার পরিমাপক	২০
রমাদান ও তাকওয়া	২১
হিদায়াত ও তাকওয়া	২২
তাকওয়া শূণ্য হৃদয়	২৪
মানবজীবনে তাকওয়ার প্রভাব	২৪
তাকওয়া অর্জনের উপায়	২৫
তাকওয়া অর্জনের দুয়া	২৬
শেষ কথা	২৮
রেফারেন্স/তথ্যসূত্র	২৯

লেখকের কলাম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।আর তাঁরই কাছে আমাদের অন্তরের যাবতীয় অকল্যাণ এবং মন্দ কর্ম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।আল্লাহ তাআলা যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি এত বড় একটি কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। অসংখ্য-অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহামহিম রব্বে কারীমের, যিনি **"তাকওয়া পবিত্র হৃদয়ের আলোকিত পথ"** থিসিসের কাজটি সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন।

সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। আল্লাহ তা'আলা যেন আমার অনুসন্ধান, মেহনত এবং পরিশ্রম কবুল করে নেন, সাথে সাথে আমার মতো গুনাহগার বান্দীকেও। এই থিসিস পেপার যেন আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যায়। সর্বপ্রথম থিসিস পেপারের মাধ্যমে যেন আমি নিজে আমল করতে পারি এবং পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারি সেজন্য দোয়া করবেন।

আল্লাহ্ সকলকে কবুল করুন। আমীন।

ভূমিকা

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল।"

(সূরা আহযাব:৭০)

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় তাকওয়া। তাকওয়া এমন একটি গুণ যা আল্লাহর অনেক পছন্দ। আখিরাতের সবচেয়ে বড় পাথেয় তাকওয়া। যে দুনিয়াতে যত বেশি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করবে তার আখিরাত তত বেশি সুন্দর হবে। তাকওয়া এমন একটি অনুভূতি যা দুনিয়া আখিরাত উভয়কেই সুন্দর করে দিবে। যে ব্যক্তি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করবে তাকওয়া তাকে নির্দেশ করবে এই পথে যাও, এটা করো, হারামের পথে যেও না। তাকওয়া মানুষকে সকল প্রকার অপছন্দনীয় কথা ও কাজ হতে বিরত রাখতে পারে এবং তাকওয়া মানুষের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে।

তাকওয়ার গুরুত্ব আল্লাহর কাছে অনেক বেশি এজন্য কুরআনে আল্লাহ তাআলা বারবার তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো তাকওয়া। কুরআন ও হাদিস তাকওয়ার উত্তম উদাহরণ প্রদান করে।তাকওয়া অবলম্বনের উপকারিতা অসীম। দুনিয়ায় মানুষকে সাফল্য অর্জনে সাহায্য করে এবং আখিরাতে চিরন্তন জান্নাতের পথে চলতে সাহায্য করে।

সুতরাং যে বিষয়টি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে সেই তাকওয়া মূলত কী?

তাকওয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন তাকওয়া, মুত্তাকী, তাকওয়ার গুরুত্ব, উপকারিতা, তাকওয়ার স্তর, তাকওয়া অর্জনের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই থিসিস পেপারে।

তাকওয়া কি?

"আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর।আর নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া।

হে জ্ঞানী মানুষ! তোমরা আমাকে ভয় কর।" (সূরা বাকারা:১৯৭)

কুরআনে আল্লাহ্ যে সর্বোত্তম পাথেয় সংগ্রহ করতে বলেছেন সেই তাকওয়া কি? তাকওয়া শব্দটি দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে?

তাকওয়া শব্দটি ওয়াকা (আরবি: وقى) ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার আক্ষরিক অর্থ আত্মরক্ষা, সংরক্ষণ, সুরক্ষা, ঢাল ইত্যাদি। আরবি তাকওয়া শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, নিষ্কৃতি লাভ করা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাই হলো তাকওয়া।

সহজ অর্থে তাকওয়া হলো যাবতীয় হারাম কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

ইসলামি পরিভাষায়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলাই হল তাকওয়া।অন্যকথায় সকল প্রকার হারাম থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাকে তাকওয়া বলা হয়।

তাকওয়ার পারিভাষিক অর্থ,

একবার উমর (রা.) উবাই ইবনে কাব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তাকওয়া কী? উবাই ইবনে কাব (রা.) বলেন, আপনি কি কখনো কাঁটা বিছানো পথে হেঁটেছেন? উমর (রা.) বলেন, হ্যাঁ। উবাই ইবনে কাব (রা.) বলেন, (কাঁটা বিছানো পথে) আপনি কিভাবে হেঁটেছেন? উমর (রা.) বলেন, খুব সাবধানে কষ্ট সহ্য করে হেঁটেছি, যাতে আমার শরীরে কাঁটা বিঁধে না যায়। উবাই ইবনে কাব (রা.) বলেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়া।(তাফসির ইবনে কাসির)

অর্থাৎ দুনিয়ার পথে চলতে গিয়ে শয়তানের বিভিন্ন ফাঁদ (লোভ,হিংসা,অহংকার) আস্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চাইবে কিন্তু এগুলোকে এড়িয়ে সিরাতুল মুস্তাকিম এর পথে চলার প্রচেষ্টাই হল তাকওয়া।

আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা হলো তাকওয়া। তাকওয়া হলো অন্তরের একটি সুপ্ত চিন্তা যা বান্দাকে এই উপলব্ধি দেয় যে এই কাজটা করলে রব খুশি হবে নাকি অসন্তুষ্ট হবে।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার নামই হচ্ছে তাকওয়া অবলম্বন।

সুতরাং তাকওয়ার মূল অর্থ

১. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা

২. সকল ধরনের পাপ থেকে বিরত থাকা,যেকোন প্রকার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা।

তাকওয়া মানে আল্লাহর ভয়, কুরআন অনুযায়ী আমল করা, অল্পেতুষ্টি এবং শেষ বিদায়ের প্রস্তুতি।

কুরআন, হাদীস ও আলেমগণের দৃষ্টিতে তাকওয়া

কুরআনের আলোকে তাকওয়া

কুরআনে তাকওয়ার যে অর্থ পাওয়া যায়।তাকওয়া হলো-

১. আল্লাহর ভয়

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন পিতা তার সন্তানের কোন উপকার করতে পারবে না এবং সন্তানও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে ধোকা দিতে না পারে এবং মহাপ্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোকায় ফেলতে না পারে। (সূরা লুকমান:৩৩)

২. ঈমান

যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করেছিল গোত্রীয় অহমিকা,অজ্ঞতার যুগের অহমিকা,তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার কালেমায় সুদৃঢ় করলেন, আর তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। (সূরা ফাতহ:২৬)

কালেমায়ে-তাকওয়া বলে তাকওয়া অবলম্বনকারী কলেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ ও রেসালতের কলেমা। এই কালেমাই তাকওয়ার ভিত্তি।

৩. আল্লাহর আনুগত্য

হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।(সূরা ইমরান:১০২)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর তাকওয়া অর্জনের হক্ক আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাকওয়ার ঐ স্তর অর্জন কর, যা তাকওয়ার হক। কিন্তু তাকওয়ার হক বা যথার্থ তাকওয়া কি? আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, রবী, কাতাদাহ ও হাসান রাহিমাহুমুল্লাহ বলেন, তাকওয়ার হক হল-

- প্রত্যেক কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা,
- আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা,
- আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখা,কখনো বিস্মৃত না হওয়া
- এবং সর্বদা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা,অকৃতজ্ঞ না হওয়া।

(ইবন কাসীর)

৪. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

আর যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে তারাই কৃতকার্য।(সূরা নূর:৫২)

হাদীসের আলোকে তাকওয়া

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কি জানো কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করায়? তা হচ্ছে আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন জিনিস? একটি মুখমণ্ডল ও অপরটি লজ্জাস্থান'।(তিরমিযী)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হল, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু'।(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৯)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি তাকান'।(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৮৩)

আলেমগণের দৃষ্টিতে তাকওয়া

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেছেন তা পালন করা, আর যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করার নাম তাকওয়া।

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

তাকওয়ার হাকিকত ও প্রকৃতি হলো, ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় নিজেকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে সঁপে দিয়ে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করা। সুতরাং (আমাদের কর্তব্য হলো) আল্লাহ যা আদেশ করেছেন সেটা আল্লাহরই পক্ষ থেকে ঈমান রেখে তা পালন করা এবং এর জন্য তিনি যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটারও সত্যায়ন করা। আর তিনি যা নিষেধ করেছেন সেটাও তাঁরই পক্ষ থেকে ঈমান রেখে এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে সে কাজ থেকে বিরত থাকা।

ইমাম ইবনে কাসির রহ. বলেন,

ভালো কাজ করা ও মন্দ কাজ পরিত্যাগ করা উভয়টির একত্রিত নামই তাকওয়া।

ইবনে রজব রহ.বলেন,

তাকওয়া মানে আনুগত্য শীল কর্মের মাধ্যমে এবং নাফরমানি মূলক বিষয় থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ক্রোধ এবং শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা।

তাকওয়ার মৌলিক বিষয়

তাকওয়ার মৌলিক বিষয় হচ্ছে তিনটি।

১.শিরক হতে বিরত থাকার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শাস্তি হতে আত্নরক্ষা করা।

২.গুনাহ থেকে দূরে থাকা।

৩.এমন কাজ থেকে দূরে থাকা, যা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয়।

তাকওয়ার মূল বিষয় সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন,

- আল্লাহর দেয়া আদেশ-নিষেধ মাথা পেতে নিয়ে পরিপূর্ণ ঈমান ও আশার সাথে আনুগত্য করা।
- তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে আমল করা

- তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলে স্বীকার করা
- তাঁর সতর্কতা ও শাস্তির ভয়ে নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ হতে বিরত থাকা।

তাকওয়ার স্তর

তাকওয়া অর্জন হয়েছে কিনা বা তাকওয়া কোন স্তরে রয়েছে তা নির্ধারণ এর তিনটি ধাপ রয়েছে।

প্রথম স্তর: ফরজ এবং আবশ্যক ওয়াজিব পালন করা এবং হারাম কাজসমূহ ত্যাগ করা।

দ্বিতীয় স্তর: ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত পালন করা এবং হারাম এবং মাকরুহ ত্যাগ করা।

তৃতীয় স্তর: ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত এবং মুস্তাহাব পালন করা এবং গুনাহ হতে পারে এমন সন্দেহজনক কাজও এড়িয়ে চলা।

প্রথম স্তর হলো তাকওয়ার ন্যূনতম পর্যায় এবং তৃতীয় স্তর হলো তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। একজন মুমিনের উচিত তাকওয়ার নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করলে সর্বোচ্চ স্তরে যাওয়ার চেষ্টা করা। আর যে সবোর্চ্চ স্তরে রয়েছে তা ধরে রাখার চেষ্টা করা এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। আর এদুয়ের মাঝখানে রয়েছে কিছু সন্দেহজনক জিনিস। অধিকাংশ লোকেরা অবগত নয় যে এগুলো হালাল নাকি হারাম। কাজেই যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক জিনিস থেকে দূরে থাকল, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে হিফাযত করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে জড়িয়ে পড়ল, সে হারামের মধ্যে ফেঁসে গেল।' (তিরমিযী-১২০৫)

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তিনি তোমাদেরকে ফুরকান তথা ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ মহাকল্যাণের অধিকারী।" (সূরা আনফাল:২৯)

এই আয়াতে আল্লাহ্ চারটি জিনিসের কথা বলেছেন-

- পরহেযগার হতে বলেছেন
- বিনিময়ে আল্লাহ মানদন্ড দিবেন
- পাপ মিটিয়ে দিবেন
- ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহভীতি বা তাকওয়া মানুষকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করে চলার মানসিকতা তৈরী করে দেয়। তাকওয়ার লেভেল বৃদ্ধি করতে সবসময় ইতিবাচক মনোভাব রাখতে হবে। গুনাহের কাজ করে ফেললে সাথে সাথে নেকির কাজ বেশি করে করতে হবে। শয়তানের ধোঁকায় না পড়ে থেকে তাকওয়ার লেভেল বৃদ্ধি করতে সবোর্চ্চ চেষ্টা করে যেতে হবে।

এক নজরে তাকওয়ার স্তরসমূহ

তাকওয়ার স্তর	
স্তর ১	হারাম+কবিরা গুনাহ ত্যাগ (ফরজ ও ওয়াজিব পালন)
স্তর ২	সগিরা+কবিরা গুনাহ ত্যাগ (ফরজ,ওয়াজিব ও সুন্নাত পালন)
স্তর ৩	সগিরা+কবিরা+অনুত্তম/ সন্দেহজনক কাজ ত্যাগ করা (ফরজ,ওয়াজিব ও সুন্নাত পালন)

তাকওয়া বা আল্লাহভীতির নিদর্শন

তাকওয়া বা আল্লাহভীতির কিছু বাহ্যিক নিদর্শন রয়েছে।যেমন

১. ভাষার প্রকাশ: তাকওয়াবান তার কথাবার্তায় সতর্ক থাকেন।কেননা তাকওয়া মানুষকে মিথ্যা কথা, গীবত বা দোষচর্চা, অপবাদ, চোগলখুরী এবং অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর যিকর, কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনী জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত রাখে।

২. অন্তরের কাজ: তাকওয়াশীল মানুষ অন্তরের কর্মকাণ্ডকে ভয় করে। ফলে তার হৃদয় থেকে শত্রুতা, ক্রোধ ও অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়।

৩. গোপনে ও প্রকাশ্যে কর্মকাণ্ড: তাকওয়াশীল ব্যক্তি গোপনে এবং প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করে তার সকল কর্মকান্ডে।

৪. চোখের কাজ: তাকওয়াশীল মানুষ স্বীয় দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে তার চোখকে হারাম থেকে ফিরিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে।

৫. পায়ের কাজ: তাকওয়াশীল মানুষ স্বীয় পা'কে আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপের কাজের দিকে নিয়ে যেতে ভয় করে। বরং সে নেকীর কাজের দিকে স্বীয় পা'কে চালিত করতে সচেষ্ট হয়।

৬. হাতের কাজ: তাকওয়াশীল ব্যক্তি হারাম ও নিষিদ্ধ কাজের প্রতি স্বীয় হস্তদ্বয়কে কখনও প্রসারিত করে না বরং নেকীর কাজের প্রতিই সে তার হাতকে প্রসারিত করে।

৭. আল্লাহর নির্দেশ পালন: তাকওয়াশীল মানুষ সর্বদা আল্লাহর আদেশ-আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইবাদত করে ও তাঁর আনুগত্যপূর্ণ সকল কাজ সম্পাদন করে।

মুত্তাকী কারা

"নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।" (সূরা তাওবা:৪)

আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন। মুত্তাকী হলেন তিনি,যিনি আল্লাহর নির্দেশকে পুরোপুরি মেনে নিয়ে এবং নিষেধকৃত বস্তুকে পুরোপুরি ত্যাগ করে আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

মুত্তাকী শব্দের মূল ধাতু তাকওয়া। তাকওয়া হলো, নিরাপদ থাকা, নিরাপত্তা বিধান করা।

অন্য ভাষায়, মুত্তাকী অর্থ নিজেকে রক্ষা করা। নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য যিনি গুনাহ ছেড়ে দেয় এবং নেকীর কাজ করে তিনিই মুত্তাকী।

আল্লামা মুবারকপুরি রহ. মুত্তাকির পরিচয় দিয়ে বলেন,

"ক্ষতি নেই এমন বস্তুকে যিনি ক্ষতির আশঙ্কায় ছেড়ে দেন তিনিই হলেন মুত্তাকি।"

(তুহফাতুল আহওয়াযি, ৬/২০১)

মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কুরআনে তাকওয়ার বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়,যে বান্দার মধ্যে এই ছয়টি বৈশিষ্ট্য থাকবে তিনিই মুত্তাকী।

- যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে
- ঈমান আনয়ন করবে
- পরিপূর্ণ তাওবা করবে
- আল্লাহর আনুগত্য করবে
- গুনাহ ত্যাগ করবে এবং
- যার আমলে ইখলাস আসবে।

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন।"(সূরা হুজুরাত:১৩)

আল্লাহ তায়ালার নিকট তাকওয়ার মূল্য অত্যাধিক। ধন-সম্পদ,শক্তি-ক্ষমতা,গাড়ি-বাড়ি থাকলেই মানুষ আল্লাহ তাআলার নিকট মর্যাদা লাভ করতে পারে না, বরং যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করতে পারেন সেই আল্লাহ তাআলার নিকট বেশি মর্যাদাবান।

মুত্তাকীদের গুনাবলী

তাকওয়াবান বা মুত্তাকীদের কিছু গুনাবলী কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য -

- গায়েবের প্রতি ঈমান আনা
- আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা
- ফিরিশতা, নবী রাসূলগণের, কুরআনের প্রতি ঈমান আনা
- সালাত আদায় করা

- আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে দান করা
- যাকাত আদায় করা
- সাওম পালন করা
- অন্তরে আল্লাহর ভয় করা
- সুন্নত মোতাবেক চলা
- গুনাহ থেকে তাওবা করা
- পরকালের প্রতি বিশ্বাস

তাকওয়া অর্জনের গুরুত্ব

তাকওয়া হচ্ছে ঈমানের একটি অন্যতম মূল বিষয় এবং তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে ঈমানের মজবুতি বৃদ্ধি পায় । তাকওয়া অর্জনের কিছু গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা-

- যারা তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ মুত্তাকীরা আল্লাহর পছন্দের বান্দা।
- তাকওয়া মানব চরিত্রের অন্যতম সম্পদ। তাকওয়া চরিত্রকে সুশোভিত করে ।
- দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের চাবিকাঠি হলো তাকওয়া।
- তাকওয়ার মধ্য দিয়ে একজন মুমিন পরিশুদ্ধতা লাভ করে, ঈমান শুদ্ধতার আত্মিক সুখ শান্তি লাভ করে।
- তাকওয়ার মাধ্যমে জান্নাত লাভের পথ সহজ হয়।

তাকওয়ার উপকারিতা

পবিত্র কুরআনে তাকওয়ার দুই ধরণের উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়। ইহকালীন উপকারিতা এবং পরকালীন উপকারিতা।

তাকওয়ার ইহকালীন উপকারিতা -

- রিযিক বৃদ্ধি পায় [তালাক:২,৩]
- দুনিয়ার কাজ সহজ হয় [তালাক:৪]
- শয়তানের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা দেয় [আরাফ:২০১]
- আসমান ও জমিনের বরকত উন্মুক্ত হয় [আরাফ:৯৬]
- কাফেরদের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ [ইমরান:১২০]
- আমল বিশুদ্ধ হয় এবং পাপ মোচন হয় [আহযাব:৭০,৭১]
- হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা যায় [আনফাল:২৯]
- আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায় [ইমরান:৭৬]
- ইলম এবং জ্ঞান অর্জন হয় [বাকারা:২৮২]
- প্রতিদান নষ্ট হয় না [ইউসুফ:৯০]

পরকালীন উপকারিতা-

- পরকালীন সফলতা [হুজুরাত:৫২]
- আখিরাতে আল্লাহর নিকট সম্মান প্রাপ্তি [হুজুরাত:১৩]
- আল্লাহর শাস্তি থেকে নাজাত প্রাপ্তি [মারইয়াম:৭১,৭২]
- জান্নাতের সুদৃঢ় প্রাসাদের ওয়াদা[যুমার:২০]
- আখিরাতের দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ [হাদীদ:২৮]

- আখিরাতের উত্তম আবাসের নিশ্চয়তা [নাহল:৩০]
- আখিরাতে অতিথির মর্যাদা লাভ [মারইয়াম:৮৫]
- আখিরাতে ভয় ও পেরেশানি থেকে মুক্তি [ইউনুস:৬২,৬৪]
- মুত্তাকীরা পাপী ও কাফেরদের সমতুল্য হবে না [সাদ:২৮]
- মুত্তাকীদের অবস্থান কাফেরদের উপরে থাকবে [বাকারা:২১২]

তাকওয়া বিরোধী কর্মকান্ড

তাকওয়ার যেমন গুরুত্ব এবং উপকারিতা রয়েছে। কিছু কাজ রয়েছে যা তাকওয়া বিরোধী। যে সকল কাজ করার মাধ্যমে তাকওয়ার পথ পরিহার করা হয়।

তাকওয়া বিরোধী কিছু কাজ -

১.আল্লাহ্ এবং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা

২.ইবাদত বন্দেগীতে অলসতা

৩.হালাল হারামের ব্যাপারে উদাসীনতা

৪.আল্লাহর এবং মানুষের হক আদায় না করা

৫.আমানতদারিতার অভাব

৬.হিংসা

৭.অহংকার

৮.শিরক ও কুফরে লিপ্ত থাকা

৯.বিদআতে লিপ্ত থাকা

১০.সুন্নাত ত্যাগ করা

তাকওয়ার পরিমাপক

তাকওয়া হলো অন্তরের বিষয়। তাকওয়ার স্থান হল হৃদয়। আমরা আমাদের বাহিরের রূপ পরিবর্তন করতে কত প্রসাধনী ব্যবহার করি,টাকা ব্যয় করি। কিন্তু আমাদের ভেতরের পরিবর্তন নিয়ে চিন্তিত হই না। আমাদের ভেতরের রূপ বদলানো যায় একমাত্র তাকওয়া দ্বারা।

যেমন একটা আম ভিতর থেকে পাকলে বাহিরে দৃশ্যমান হয় তেমনি কেউ অন্তরে তাকওয়া অবলম্বন করলে বাহিরেও দৃশ্যমান হবে।

তাকওয়া শুধু পোশাকের নাম নয়, এটি আল্লাহর আদেশ অনুসরণের বিষয়ে সচেতন থাকা।কিন্তু অনেক সময় আমরা বাহ্যিকতা দেখে তাকওয়া বিচার করি। যখন কোন দাঁড়ি, টুপি পাঞ্জাবি,পরিহিত হাতে তসবিহ আছে অথবা কোন পর্দানশীন কাউকে দেখি তখন ধরে নেই উনি অনেক তাকওয়াবান।

মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তাকে বিচার করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে তাকওয়াই মানুষকে শালীন-ভদ্র করে গড়ে তোলে।

আমাদের বাহিরের রুপে যতই ইসলামিক লেবাসের সৌন্দর্য ফুটে উঠুক না কেন যদি না আমরা আমাদের কলবকে বা অন্তরকে পরিবর্তন করতে পারি তবে আমরা তাকওয়াবান হতে পারিনি।মূলত তাকওয়া মানে চরিত্র পরিবর্তন লেবাস পরিবর্তন না।

অনেকে দ্বীনি লেবাস পরেও তাকওয়া বিরোধী বা আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে জড়িত আছে। আবার অনেকেই হয়তো দ্বীনি লেবাস অতো কঠোরভাবে পালন করে না কিন্তু তার তাকওয়ার লেভেল অনেক উঁচু।

যেমন উদাহরণস্বরূপ একজন হয়তো সুন্নতি লেবাস পরিধান করেন কিন্তু হালাল হারাম উপার্জনের দিকে ততটা খেয়াল করে না। তিনি তার সন্তানের চাহিদা পূরণ করতে ব্যস্ত কিভাবে সন্তানের সব রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে পারবেন।

আবার অপরদিকে আরেকজন হালাল আয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। তিনি এই চিন্তা করেন যে আমি হালাল আয় করলে আমার পরিবারের জন্য সেই হালাল আয় থেকে খাবার কিনে নিয়ে যাব এবং সেই হালাল খাবার আমার সন্তানেরা খাবে এবং তারাও বড় হয়ে হালাল কাজ করবে। তার অন্তরের তাকওয়ার লেভেল অত্যন্ত উঁচু।

উভয়েই তাদের সন্তানদের প্রতি যত্নশীল কিন্তু একজনের অন্তরে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি বেশী অন্যজনের তাকওয়া ওত বেশি না।

আমরা যখন অন্তরে তাকওয়া লালন করব তখন আমাদের বাহির তাকওয়ার আলোয় আলোকিত হবে। আমাদের মধ্যে তাকওয়া এসেছে কিনা আমরা যেভাবে বুঝব-

- যেকোনো কাজ করার আগে প্রথমে কি আমার এই চিন্তা আসে যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন!
- যেকোনো কিছু করার আগে এই ভাবনা আমার মাথায় আসে কি যে এটা করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবে নাকি অসন্তুষ্ট হবে!
- মানুষের সাথে ভালো আচরণ করছি কি?
- আল্লাহর এবং মানুষের হক আদায় করছি কি?
- আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবে এমন কোন কথা বলছি না তো!

রমাদান ও তাকওয়া

রমাদান হলো তাকওয়া পরিচর্যার সবচেয়ে উত্তম সুযোগ। রমাদান এ আমরা খাবার এবং জৈবিক চাহিদা থেকে নিজেদের বিরত রাখি। যতই ক্ষুধা লাগুক লোকচক্ষুর আড়ালেও আমরা কোন খাবার গ্রহণ করি না।পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেলেও পানি পান করি না। সবসময় এই অনুভূতি জাগ্রত থাকে আমার রব আমাকে দেখছেন।

রমাদান বিভিন্ন খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করে নতুন ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার উত্তম সময়।

রমাদানে লোকচক্ষুর আড়ালে খাবার বা পানাহার থেকে যে অনুভূতি আমাদের বিরত রাখে সেই অনুভূতি প্রতিটি কাজ করার সময় আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তাহলেই আমাদের অন্তরে তাকওয়া বৃদ্ধি পাবে।

রমাদানে যে অনুভূতি আমাদের অন্তরে জাগ্রত থাকে সেই অনুভূতি যদি প্রতিটা কাজ করার আগে আমাকে সতর্ক করে যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই অনুভূতি আমাদের অন্তরকে তাকওয়ার সবোর্চ্চ স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

হিদায়াত ও তাকওয়া

হিদায়াত রবের পক্ষ থেকে অনেক অমূল্য এক উপহার। হিদায়াত এর সাথে তাকওয়ার ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। হিদায়াত যত স্থায়ী হয় তাকওয়া তত বৃদ্ধি পায় আবার তাকওয়ার পথ পরিহার করলে হিদায়াত হারিয়ে যায় বা কমে যায়।

কেউ যখন নতুন দ্বীনের বুঝ পায় তখন তার অন্তর নরম এবং কোমল থাকে। আল্লাহর ভয় থাকে। সবসময় এই চিন্তা থাকে যে আমাকে আল্লাহ্ পর্যবেক্ষণ করছেন। হিদায়াত প্রাপ্তির শুরুতে অন্তরের অবস্থা

- হারাম কাজগুলো ত্যাগ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে (যেমন হারাম সিনেমা,নাটক দেখা, হারাম মিউজিক,হারাম সম্পর্ক,হারাম আয়)
- সালাতের ব্যাপারে সচেতন হয়(আউয়াল ওয়াক্তে,খুশু খুযুর সাথে সালাত পড়া)
- দ্বীনি ইলম অর্জন এর প্রতি আগ্রহী হয়
- দ্বীনি সোহবত,দ্বীনি লেকচার শোনা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকতে চেষ্টা করে
- যিকির করার প্রতি যত্নশীল হয়(সকাল সন্ধ্যার যিকির, সালাতের পরের যিকির,সুন্নত যিকির)
- নফল আমলের প্রতি যত্নশীল হয়
- গীবত, কুদৃষ্টি ইত্যাদি ব্যাপারে সচেতন থাকে

- অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করে না
- আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।

কিন্তু হেদায়েত পাওয়ার কিছু সময় বা কিছু বছর পর দেখি আমরা আগের মতো ইবাদতের প্রতি যত্নশীল না কারণ আমাদের অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় কমে যায়,এই অনুভূতি কমে যায় যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন এবং সব শুনছেন। তাকওয়ার পথ পরিহার করার পরিণতি-

- হারাম ত্যাগ এর ক্ষেত্রে সচেতন না হওয়া
- সালাতের ব্যাপারে যত্নশীল না থাকা
- দ্বীনি ইলম অর্জন শিখে থাকলেও তা পালন না করা
- দ্বীনি সোহবত থেকে দূরে সরে যাওয়া,দ্বীনি লেকচার বা মজলিসে অংশগ্রহণ না করা
- যিকিরের ব্যাপারে উদাসীনতা
- নফল আমলের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া
- আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া
- সুন্নাহের পরিত্যাগ করা
- অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করা
- শুকরিয়া আদায় না করা
- অহংকার করা নিজের অবস্থান নিয়ে
- অন্যকে ছোট মনে করা
- মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে চিন্তা না করা

হেদায়েত পাওয়ার শুরুতে আমাদের অন্তরে যে তাকওয়ার লেভেল থাকে,তা ধরে না রাখার চেষ্টা করার জন্য তাকওয়ার লেভেল কমতে থাকে এবং তা বাহিরেও দৃশ্যমান হয় ইবাদতে,আমলে, চরিত্রে।

তাকওয়া শূণ্য হৃদয়

তাকওয়া মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। মুত্তাকীগণ সৎ ও সুন্দর গুনাবলী অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হন। যে মনে তাকওয়া থাকে, যে অন্তরে আল্লাহভীতি থাকে তাকেই ভাল মন ও ভাল অন্তর বলা যায়।

কিন্তু অপরদিকে যার অন্তরে তাকওয়া নেই, আল্লাহ্ যে সবকিছু দেখেন ,শোনেন এবং জানেন এই অনুভূতি তার অন্তরে জাগ্রত থাকে না। তাকওয়া শূণ্য হৃদয়ের অবস্থা:

- আল্লাহর সন্তুষ্টির থেকে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়
- আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলে না
- নানা অন্যায় অত্যাচারে জড়িত থাকে
- নৈতিক ও মানবিক আদর্শের পরোয়া করে না
- সমাজে অনৈতিকতা ও অপরাধের প্রসার ঘটায়
- হালাল হারামের তোয়াক্কা করে না

মানবজীবনে তাকওয়ার প্রভাব

মানবজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাকওয়া হলো সকল সৎ গুণের মূল। তাকওয়া হালাল গ্রহণ এবং হারাম বর্জনের শিক্ষা দেয়।যে ব্যক্তি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে তিনি তার ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক, সামাজিক, কর্মক্ষেত্র সকল ক্ষেত্রেই তাকওয়া অনুসরণ করে। মুত্তাকী ব্যক্তি

- সর্বদা আল্লাহর স্মরণ করে

- আল্লাহ্ সবকিছু দেখেন,শোনেন এবং জানেন এ বিশ্বাস পোষণ করে
- গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করে
- পরিবারের হক আদায় করতে সচেতন থাকে
- প্রতিবেশী ও সমাজের হক আদায় করতে চেষ্টা করে
- কর্মক্ষেত্রে নৈতিকতা, দায়িত্বশীলতা, সচ্চরিত্র,সত্যবাদিতা,ন্যায়পরায়নতার পথ অবলম্বন করে
- অনৈতিকতা এবং অশ্লীলতা পরিহার করে

তাকওয়া অর্জনের উপায়

তাকওয়া প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হয় নয়তো তাকওয়া ধীরে ধীরে কমে যায়। কারণ আমাদের অন্তর পরিবর্তনশীল। শয়তানের ধোঁকায়, নফসের ধোঁকায় পড়ে গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে।

গুনাহ হয়ে গেলে তখন হতাশ না হয়ে তাকওয়া অর্জনে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

তাকওয়া অর্জনের কিছু উপায় -

১. অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করা: নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত এবং অর্থ পড়া। তাকওয়া বৃদ্ধি করে।

২. সীরাহ এবং হাদিস পড়া: নিয়মিত অল্প সময় হলেও ৫/১০ মিনিট নবীজীর সিরাহ পড়া। হাদিস পড়ে তা জীবনে প্রয়োগ করা।

৩. সাহাবীদের জীবনী পড়া: সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত তাকওয়া অবলম্বন করার পদ্ধতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

৪. আলেমদের সোহবত: তাকওয়া বৃদ্ধি করতে আলেমদের সোহবত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫. বেশি বেশি জিকির ও দরুদ পড়া: বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ অন্তরে তাকওয়ার অনুভূতি জাগ্রত করে।

৬. মৃত্যু চিন্তা: মৃত্যু চিন্তা আমাদের মৃত্যুর পর আল্লাহকে কি জবাব দিব এই উপলব্ধি থেকে তাকওয়া অর্জনে সাহায্য করে।

৭. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা: গুনাহ হয়ে গেলে তাওবা করা এবং বেশি বেশি নেক আমল করা।

৮. প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে সচেতনতা: আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন এবং আমাকে কিয়ামতের দিন এসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত করা হবে।

তাকওয়া অর্জনের দুয়া

হাদিসে তাকওয়া অর্জনের কিছু দুয়া রয়েছে।দুয়াগুলো -

اِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

'হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, সুস্থতা ও সম্পদ প্রার্থনা করছি।[সুনানে আত-তিরমিজি:৩৪৮৯]

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ -اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا -اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবরের 'আযাব থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার মনে তাকওয়ার অনুভূতি দাও, আমার মনকে পবিত্র কর, তুমি-ই তো আত্মার পবিত্রতা দানকারী। তুমিই তো হৃদয়ের মালিক, অভিভাবক ও বন্ধু। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই এমন 'ইল্ম থেকে যে 'ইল্ম কোন উপকার দেয় না, এমন হৃদয় থেকে যে হৃদয় বিনম্র হয় না, এমন আত্মা থেকে যে আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যে দোয়া কবুল হয় না। [মুসলিম ২৭২২]

তাকওয়া অর্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো দুয়া।দুয়া দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। তাকওয়া কমে গেলে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুয়া করে সাহায্য চাইতে হবে।

পরিশেষে আমাদের তাকওয়া সম্পর্কে জেনে তাকওয়া অন্তরে ধারণ করতে হবে। তাকওয়ার মানদন্ডে নিজেকে উত্তীর্ণ করতে হবে। তাকওয়ার পোশাক থাকে অন্তরে। অন্তর কঠোর হয়ে গেলে অন্তরে তাকওয়ার পরিমাণ কমে যায়।

তাকওয়ার পোশাক এমন উন্নত পোশাক যা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে। আমাদের পারিবারিক,সামাজিক,কর্মক্ষেত্র সকল ক্ষেত্রেই তাকওয়া অনুসরণ করে চলতে হবে। যেখানে যে পরিস্থিতিতে থাকি অন্তরে এই অনুভূতি রাখা আমাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে সবসময়।

শেষ কথা

"আর স্মরণ কর, তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামত এবং যে অঙ্গীকারে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছিলেন তা; যখন তোমরা বলেছিলে, 'শুনলাম এবং মেনে নিলাম'। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।"

(সূরা মায়িদা:৭)

বর্তমানে চারদিকে হারামের ছড়াছড়ি। কিন্তু হালালের পথ অবলম্বন করা অসম্ভব নয় হয়তো কিছুটা কষ্টসাধ্য। তাকওয়া হলো মুমিনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম তাকওয়ার পথ অবলম্বন ও খুব বেশি কঠিন কিছু না। কোন ব্যক্তি খুব বেশি নফল আমল করতে পারে না কিন্তু আল্লাহর দেওয়া ফরজ ওয়াজিব মেনে চলে এবং নিষেধ বা হারাম বর্জন করে সেই প্রকৃতপক্ষে তাকওয়াবান।

তাকওয়ার সংজ্ঞা এতটুকুই যে হারাম বর্জন করবে এবং ফরজ বিধান পালন করতে পারবে সেই হবে আল্লাহর চোখে তাকওয়াবান। মোটকথা, সুস্পষ্ট হারাম যেগুলো সেগুলো চিহ্নিত করে ত্যাগ করে আল্লাহকে ভয় করে চলাই তাকওয়া।

তাকওয়ার পথ অত্যন্ত সহজ। তাকওয়ার পথে চললে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

শুধু জান্নাতের সুসংবাদ নয় দুনিয়া এবং আখিরাতের অগণিত পুরস্কার রয়েছে।

তাই আমাদের সকলের উচিত তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে তাকওয়াবান হতে চেষ্টা করা।আল্লাহ আমাদেরকে তাকওয়াওয়ালা জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন-আমীন।

রেফারেন্স/তথ্যসূত্র

- মাসিক আল কাউসার
- মাসিক আত-তাহরীক
- বই: তাকওয়া মুমিনের সম্বল(আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম)
- বই: তাকওয়ার মহত্ত্ব(শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ)
- বই: তাকওয়া(ডঃ মুহাম্মাদ কাবিরুল ইসলাম)

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111555642/